ISSN : 2414-3200

Uttara University Islamic Studies Journal

Volume-1 | Number-1 | January-June 2016

Uttara University

Bangladesh

Uttara University Islamic Studies Journal
Volume-1, Number-1, January-June 2016
ISSN : 2414-3200

ইসলামী মূল্যবোধ ও সমাজকল্যাণ : একটি পর্যালোচনা

আবদুল্লাহ আল হোসাইন *

সারসংক্ষেপ

সমাজের সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও বিনোদনসহ সকল চাহিদা পূরণ করার নাম সমাজকল্যাণ। মানুষের সামাজিক সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও সুন্দর সমাজ কাঠামো গড়ে তোলাই সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য। ইসলামের বিধানে সমাজকল্যাণের মূল সূত্র রয়েছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে। বর্তমান সমাজকল্যাণকে যদি ইসলামী বিধানের কাঠামোতে গড়ে তোলা যায় তাহলে মানুষ সর্বত্র সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

ভূমিকা

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই হলো সমাজকল্যাণ। এর মাধ্যমে সব ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হয়। সমাজকল্যাণ মানুষের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণের প্রচেষ্টারই সুসংবদ্ধ বহিঃপ্রকাশ। এটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি সাহায্যকারী পেশা, সক্ষমকারী প্রক্রিয়া ও ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকল্যাণে যেমনিভাবে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়, তেমনিভাবে তার জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আর এর মাধ্যমে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তার ন্যায্য অধিকার পেয়ে থাকে। মূল্যবোধ এমন এক নৈতিক ভাবধারা যা মানুষকে সর্বদা কল্যাণকর ও মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর মূলে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে ধর্ম। ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ায় এটি সর্বদা মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। বস্তুত নৈতিকতার মূল উৎসই হলো ধর্ম। আক্ষরিক অর্থে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম নিছক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব কোন ধর্ম নয়। কেননা প্রচলিত ধর্মের লক্ষ্য স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত এক সীমিত সম্পর্ক স্থাপন করা। ইসলাম এমন এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও সর্বোত্তম মূল্যবোধের প্রবক্তা ও ধারক-বাহক যা মানুষকে তার প্রকৃত মনুষ্যত্বের আসনে সমাসীন করে। জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম যেমন নির্ভুল, সর্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন, তেমনি এটি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সহধর্মী, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী, সহজ-সরল ও ব্যবহারিক। কেননা এটি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবোধ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সমাজকল্যাণ পরিচিতি

সমাজকল্যাণ সম্পর্কে Elizabeth Wickenden বলেন : "সমাজকল্যাণ হল এমন একটি কর্মসূচী, বিধিবিধান, সুযোগ-সুবিধা এবং সেবামূলক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের স্বীকৃত মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তার বিধান করা হয়; যেগুলো সমাজের মানুষের উপকার এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আবশ্যক। এটি সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তনের পর্যায়ে সৃষ্ট অপ্রতুলতা থেকে অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য এবং বর্ণিত বৈপ্লবিক প্রত্যাশা শীঘ্রই পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের এক পরিবর্তিত ব্যবস্থা।"[১]

এ সম্পর্কে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রোনাল্ড সি. ফেডেরিকো বলেন : "সমাজকল্যাণ হল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকারী কার্যক্রম। নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার সকল স্তরে আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি এবং দুর্দশা লাঘবের সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে সমাজকল্যাণ বলে।[২]

সমাজকল্যাণের পরিচয় সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে এইচ. এল. উইলেনস্কী এবং চালর্স এন. লেবো বলেছেন : "কোন জনসংখ্যার সামগ্রিক বা অংশবিশেষের আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়োজিত আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত এবং সামাজিক সমর্থনপুষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি এবং কর্মসূচীর সমষ্টিকে সমাজকল্যাণ বলে।"[৩]

সমাজকর্ম বিশ্বকোষের সংজ্ঞা মতে, "স্বীকৃত সামাজিক সমস্যাদির সমাধান, প্রতিরোধ বা লাঘবের অথবা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠিত কার্যাবলীর সমষ্টিই সমাজকল্যাণ।"[৪]

---

১. Elizabeth Wickenden বলেন :

Social welfare is a system of laws, programmes, benefits and services which strengthen or assure provisions for meeting social needs recognised as basic for the welfare of the population and the functioning of the social order. The system is undergoing rapid transformation in response to the transiction of our society from scarcity to relative abundance and to the revolution of rising expectation.

-H.L. Wilensky & Charles N lebeaux, Industrial Society and Social Wealfare, Newyork,Russel sage foundation, 1958, p. 17.

২. Ronald C. Federico, *The Social Welfare Institution,* (Lexinton, D.C, Health and Co. 1983), p. 21.

৩. H. L. Wilensky and Charles N Lebeaux বলেছেন :

Social Welfare is those formally organized and socially sponsored institutions, agencies and programes which function to maintain or improve the economic conditions, health and interpersonal competence of some parts or all of a population.

-H.L. Wilensky & Charles N lebeaux, *Industrial Society and Social Wealfare,* (Newyork,Russel sage foundation, 1958), p. 17.

৪. সমাজকর্ম বিশ্বকোষের সংজ্ঞা মতে :

"The term social welfare denotes the full range of recognised activities of valuntary and governmental agencise, that seek to prevent, alleviate or contribute

আমেরিকার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ওয়াল্টার আর্থার ফ্রিডল্যান্ডার সমাজকল্যাণের সংজ্ঞায় বলেছেন : "সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও সংগঠিত পদ্ধতিকে সমাজকল্যাণ বলে; যা ব্যক্তি এবং দলকে সন্তোষজনক স্বাস্থ্য ও জীবনমান লাভ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে এবং এটা তাদের পূর্ণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভে সক্ষম করে তোলে।"[৫]

মূল্যবোধ পরিচিতি

'মূল্যবোধ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Morals'। এ শব্দটি ল্যাটিন 'Moralis ও 'Mores' শব্দ থেকে উদ্গত। যার বাংলা অর্থ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বা প্রথা ইত্যাদি। এ 'Morals' থেকেই 'Morality' শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ নৈতিকতা বা মূল্যবোধ (Values)। উল্লেখ্য যে, ইংরেজি 'Ethics' শব্দটিও প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্যবোধ সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বা Normative Science সুশৃঙ্খল, যথার্থ সুআচরণই এর লক্ষ্য।[৬]

সাধারণত যেসব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণ ও কার্যাবলীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করে, তাই মূল্যবোধ।

সক্রেটিস মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নির্বিচার জীবনযাপন মানবোচিত নয়।"[৭]

প্রকৃতপক্ষে, মূল্যবোধ মানুষের আকাঙ্খা ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন এক মানদন্ড যার আলোকে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং সমাজে অবস্থানরত মানুষের কার্যক্রমের ভাল-মন্দ বিচার হয়। মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাস, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধেরই প্রমাণ। ন্যায়, সুনীতি, সৌন্দর্য ও কল্যাণ কামনা প্রভৃতি সদগুণের সমষ্টিই মূল্যবোধ, যা মানবজীবনের ঐশ্বর্যস্বরূপ।

মোটকথা, যা কিছু সুন্দর, মানবিক ও কল্যাণকর এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূণ্য তাই মূল্যবোধ।

---

to solution of recognised social problems or to improve the well being of indeviduals, group, or communities."
-*Encyclopaedia of Social Work*, (Newyork, The National association of social workersof U.S. A, 1965), p. 3.

৫ . Walter Aurhter Friedlander, *Introduction to Social Welfare,* New Delhi, Prentice Hall, 1963; p.4.

৬ . প্রাগুক্ত।

৭ . মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা*, (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৪) পৃ. ৪।

সমাজকল্যাণ ও ইসলামী মূল্যবোধ

ইসলামধর্মে নৈতিক মূল্যবোধের মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক। এটি এমন এক চেতনা যা মানুষকে জীবন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে থাকে। ধর্ম, বিশেষত ইসলাম সর্বযুগে মানবজীবনকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জিবীত করেছে। মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে। যা তাকে মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। আর এটাই হলো সত্যিকারের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। আর এমন মনুষ্যত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

"তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।"[৮]

মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হয়ে থাকে। বিপরীতে ব্যক্তি মূল্যবোধহীন হলে নাস্তিকতা, বস্তুবাদ বা ভোগবাদ স্থান করে নেয় এবং ক্রমে পশুশক্তি বা পশুস্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। আর এভাবেই সমাজে বিভিন্ন ধরণের পাপাচার-অনাচার ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের মানুষ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

"আমি বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট এবং তারাই গাফিল।"[৯]

কাজেই মানব মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব রক্ষা এবং জাতীয় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সমাজে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা ও রূপায়ণ অপরিহার্য। ইসলাম সমাজজীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু দর্শন গ্রহণ করেছে যা সমাজ হতে সকল অন্যায়-অনাচারের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়বিচারের ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সমাজকল্যাণের নীতিমালা এবং নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগুঢ়। প্রকৃতপক্ষে সমাজকল্যাণের জন্য ইসলামে যে সকল মূল্যবোধ রয়েছে তা আধুনিক সমাজকল্যাণের

---

৮. সূরা আল-ফুরকান, ৩১ : ২০।

৯. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭৯।

বিকাশে পূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। কারণ বৃহত্তম সমাজ পরিসরে ইসলামী মূল্যবোধ মানবীয় কল্যাণ সাধনেরই নীতি নির্দেশিকা। যেমন :

ক. আল্লাহর একত্ববাদভিত্তিক জীবন পরিচালনা

ইসলামের প্রথম শিক্ষা হলো আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই মানবজীবনের পথচলা শুরু। ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদি জীবনবোধ মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ অর্জনের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম। মহান আল্লাহ্ সমাজ সংস্কারক হিসেবে যুগে যুগে যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান মূলনীতি ছিল একত্ববাদে বিশ্বাস। বস্তুত আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ বেশী বেশী সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। এ মূল্যবোধ সমাজকর্মীকে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপনা যোগায়।

খ. প্রত্যেকের প্রাপ্য যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান

ইসলামী মূল্যবোধ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্মান ও মর্যাদায় বিশ্বাস করে। ব্যক্তির প্রকৃত পারিশ্রমিক ও মর্যাদার যথার্থ স্বীকৃতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা যায়। কেননা, সমাজে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও সত্তার স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণমূলক কাজ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাই ইসলামী মূল্যবোধে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে সমাজের সুষম কল্যাণ সাধনে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি: তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[১০]

এভাবে ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেয়ে যেন, তার নিজের মর্যাদা ও নৈতিকতা না হারায় এজন্য সমাজ-সদস্যদের সাহায্য করতে হবে, তাদের সমস্যা দূর করতে হবে। এজন্য তাদের সাহায্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে।

গ. সর্বাবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা

জীবনের সর্বাবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। কারণ নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা আত্মবিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.

---

১০. সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৭০।

"সে সফলকাম হয়েছে, যে আত্মবিকাশ সাধন করেছে (এবং পবিত্রতা লাভ করেছে); আর সে তার স্রষ্টা প্রভুর নাম স্মরণ করে এবং সালাত কায়েম করে।"[১১]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

"নিশ্চয় আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।"[১২]

কাজেই কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। এতে কেউ রাগ বা অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করবে না। সমাজকল্যাণের মৌলিক দিক হলো মানবাধিকার রক্ষা করা।

ঘ. সকলকে সমান সুবিধা প্রদান

ইসলাম সবসময় সমাজের প্রতিটি মানুষকে সমান চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছে; কখনই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ স্বীকার করে না। ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে। ইসলামী অনুশাসন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার উপর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু বংশের কোনো বিধান নেই। কেবল সেই-ই মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করে চলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশী ভয় করে।"[১৩]

ঙ. যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকের ওপর কিছু না কিছু কর্তব্য অর্পণ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেককে তার কর্মের জন্য এককভাবেই দায়ী করবেন এবং প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে কেউ কারোর বোঝা বহন করবে না। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

---

১১. সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৪-১৫।

১২. সূরা আর-রা'দ, ১৩: ১১।

১৩. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১৩।

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

"প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আর কেউ অন্য কারো দায়ভার বহন করবে না।"[১৪]

মানুষের সৎগুণাবলির মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা অন্যতম। এর মাধ্যমে মানুষ সমাজে সম্মান লাভ করে। প্রতিদান প্রাপ্তি মূলত অর্পিত দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভর করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا.

"তারা প্রত্যেকে যা করে, তদানুসারে তার মর্যাদা রয়েছে।"[১৫]

আল্লাহ তায়ালা যে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে বান্দার নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। কেননা এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন নেতা দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১৬]

ভাই-বোন, দাদা-দাদী সকলের প্রতি আমাদের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে হলে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হয়। সে হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বন্ধব, পাড়া-প্রতিবেশির প্রতিও আমাদের নানা কর্তব্য রয়েছে। শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব-কর্তব্য কখনও আসলে তাও আমাদের

---

১৪ . সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৬৪

১৫ . সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৩২

১৬ . বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *আল-জামিউস-সহীহ*, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ৪৯৭, হাদীস নং-৭৯৩।

পালন করতে হবে। এগুলো যথাযথভাবে পালন করা ও সচেতন থাকাই হলো কর্তব্যপরায়ণতা।

চ. সমাজে বসবাসরত সকলকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করা

মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ইসলাম সুষ্ঠু সমাজ গঠনের তাগিদ দিয়েছে। সমাজে অবস্থানরত পরস্পর সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভুতি ও সহযোগিতা ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় কর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ইসলামে। এ ক্ষেত্রে উত্তম কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং সীমা লঙ্ঘনমূলক ও খারাপ কাজে সহযোগিতা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরের সহায়তা কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[১৭]

ছ. সাম্য প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী মূল্যবোধের মূল লক্ষ্য হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সকল দিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। সেই সাথে সমাজকল্যাণ বিশ্বাস করে মানুষ একই সঙ্গে পরিবার বা দল, সমষ্টি বা সমাজের সদস্য। কাজেই প্রকৃত কল্যাণে মানুষকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে তার অখন্ড সত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে। কাজেই বলা যায় যে, সামাজিক অখন্ডতার স্বীকৃতির প্রশ্নে ইসলাম ও সমাজকল্যাণের মূল্যবোধ এক ও অভিন্ন। এটাকেই সাম্য বলা হয়। এ সাম্যের মূল উৎস হল মানবপ্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। তাই ইসলামী সমাজব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই।

জ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বোধ পালিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে সবল, দুর্বল, ধনী-গরীব এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে সামাজিক সংহতি ও কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا.

---

১৭. সূরা আল-মায়িদা, ৫:২।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে সাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক। আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।"[১৮]

ঝ. সর্বক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

সর্বক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সমাজকল্যাণের একটি অন্যতম দিক। মানুষের মিতব্যয়ি হওয়া একটি ভালো স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রশংসায় বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.

"যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।"[১৯]

মিতব্যয়িতা মানবজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। আর কার্পণ্যতা সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কার্পণ্য ও অপচয় দু'টোই সকল বিচারে নিন্দনীয়। আর এ জন্য তাকে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা,

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ . وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ.

"কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে তার জন্য আমি কঠোর পথ সুগম করে দেব। যখন সে ধ্বংস হবে তখন তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।"[২০]

অপচয় একটি ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

"নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"[২১]

শয়তানের ভাই যেমন মুসলমানের জন্য অশোভন, তদ্রূপ অন্যান্য জাতির জন্যও। মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ভোগের জন্যই সম্পদ দান করেন না। প্রয়োজন পূরণের পর অসহায় আত্মীয়, অভাবী প্রতিবেশি ও নিঃস্ব মানুষের প্রতিও তার দায়িত্ব রয়েছে। যারা আয় করতে অক্ষম কিংবা যাদের পর্যাপ্ত আয় নেই, তাদের পাশে দাঁড়ানো সামর্থ্যবানদের কর্তব্য। এ কর্তব্য উপেক্ষা করে সঞ্চয় করা যেমন অন্যায়, তেমনি এতে অবহেলা করে অপচয় করাও অন্যায়।

---

১৮. সূরা আন-নিসা, ৪: ১৩৫।
১৯. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৭
২০. সুরা আল-লাইল, ৯২ : ৮-১১
২১. সুরা বনি ইসরাইল, ১৭ : ২৭

সমাজকল্যাণে ইসলামের কতিপয় ব্যবস্থাপনা

ক. যাকাত

যাকাত সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যতা দূর করে সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন বজায় রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের লোভ এবং মালিকানা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিলুপ্ত করে এবং দারিদ্র্য সমস্যা দূরীকরণে তাদের সজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ ও সামাজিক সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, যাতে সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে আবর্তিত না হয়, গরীবরা যেন আরো গরীব না হয়। যাকাত দানের মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মু'আয রা. কে ইয়েমেনের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে কিছু কর্তব্য ও কাজের তালিকা প্রদান করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল লোকদের শিক্ষা দেয়া যে, আল্লাহ যাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

খ. বায়তুলমাল

মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুলমাল বলা হয়। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা হয়। বায়তুলমালে সঞ্চিত সম্পদ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত। খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে বায়তুলমাল দুস্থ, অসহায়, অক্ষম, দরিদ্রদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ. ওয়াক্ফ

কোন ধর্মীয় ও জনকল্যাণকর কাজে কোন মুসলমানের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে। ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় বিষয় যা জনসাধারণ ও সমাজসেবায় নিয়োজিত হয়।

ঘ. করযে হাসানা

বিপদগ্রস্থ ও অভাবী লোককে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনা সুদে ও শর্তসাপেক্ষে ঋণদানের প্রথাকেই করযে হাসানা বলে। করযে হাসানার উদ্দেশ্যে হল অভাবগ্রস্থ জনগণকে বিপদের মুকাবিলায় সাহায্য দান এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। উত্তম করযকে আল্লাহকে করয দেয়া বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর ঘোষণা :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.

"কে সে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ (করযে হাসানা) প্রদান করবে। তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।"[২২]

---

২২. সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৫।

ঙ. কাফ্ফারা আদায়

কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে তা মোচনের জন্য যে কাজ সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফ্ফারা বলে। যেমন যিহারের কাফফারা, শপথ ভংগ করলে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কাফ্ফারা আর্থিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ.

"অতঃপর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার দান, যা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও অথবা তাদের বস্ত্রদান কিংবা একটি দাসমুক্তি, তবে সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনটি রোযা পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে।"[২৩]

কাফ্ফারার মূল্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়। সুতরাং এটি উৎস। তেমনি এ দন্ড মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং সতর্ক করে।

চ. ফিদিয়া

বার্ধক্য জনিত কারণে কিংবা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে যেসব লোক হতাশ হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় তাদের রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায়ের সুযোগ রয়েছে ইসলামে। আর এর মাধ্যমে অভাবী লোকেরা কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ.

"রোযা যাদের অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদিয়া একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা।"[২৪] ফিদিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে ব্যয় হতে পারে।

ছ. সাদাকাতুল ফিতর

রমযানের রোযা শেষ করার পর ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের, পরিবার-পরিজনের ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। সাদাকাতুল ফিতরের ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতেন। কাজেই সাদাকাতুল ফিতরও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

---

২৩. সূরা আল-মায়িদা, ৫:৮৯।

২৪. সূরা আল-বাকারা, ২:১৩৫।

জ. কুরবানী

উযহিয়া অর্থ হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর গোশত যেমন আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা যায় তদ্রুপ কুরবানীর পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

ঝ. হিবা

দানের অন্যতম একটি প্রকার হলো হিবা। হিবা দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে একটি ভালো উপায়। শরীআতে হিবা স্থায়ী সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

ঞ. সাদাকাহ বা দান

ইসলামের অন্যতম সমাজসেবা কার্যক্রম হল সাদাকাহ বা দান করা। যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদশালী মুসলমানদের দিতে হলেও শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। সমাজ ও জাতির প্রয়োজনে যাকাত দানের পরও সম্পাদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

"যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শষ্যবীজ ,যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শষ্য দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[২৫]

উপসংহার

আধুনিক সমাজকল্যাণ দর্শনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের প্রভাব ও প্রাণশক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম মানবসমাজের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের এমন কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সমাজকল্যাণের কর্মকৌশল তৈরী ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে যে সমাজকল্যাণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছে ইসলাম তার আবির্ভাবের সূচনা হতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে ধরনের কাজই অত্যন্ত সুচারূভাবে করে আসছে; যদিও ইসলামের সেসব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা তৎকালে 'সমাজকল্যাণ' নামে পরিচিত ছিল না; পরিচিত ছিল 'মানবসেবা' বা 'মানবকল্যাণ' নামে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামের অনুপ্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টি, মূল্যবোধ ও অবদানের জন্যই সমাজকল্যাণ কালক্রমে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

---

২৫. সূরা আল-বাকারা, ২:২৬১।